শাস্ত্রের প্রয়োজন

যারা বলেন শাস্ত্রের প্রয়োজন নেই,
তাহলে শুনুন ভগবান কি বলছেন।
....
শ্রীমদ্ভাগবত গীতায় ভগবান কি বলছে সেটা দেখে নেই...
শ্রীমদ্ভাগবত গীতা ষোড়শ অধ্যায়/২৩ ও ২৪ নং শ্লোক
শ্রীমদ্ভাগবত গীতা ২৩ নং শ্লোক
....
যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজা বর্ততে কামকারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরা গতিম।।২৩
এবার শ্লোকে কি বলা হয়েছে জেনে নেই
যঃ শাস্ত্রবিধিম্ উৎসৃজ্য - (যে শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করিয়া)
কামকারতঃ (যথেচ্ছাচারী হইয়া) বর্ততে (কর্মে প্রবৃত্ত হয়), সঃ (সেই ব্যাক্তি) সিদ্ধিং ন অবাপ্নোতি (সিদ্ধি লাভ করিতে পারে না), ন সুখং (না সুখ), ন পরাং গতিম্ (না পরাগতি, মোক্ষ) ২৩
অর্থাৎ যে ব্যাক্তি শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করিয়া স্বেচ্ছাচারী হইয়া কর্মে প্রবৃত্ত হয়, সে সিদ্ধি লাভ করিতে পারে না, তাহার শান্তি সুখও হয় না, মোক্ষলাভও হয় না।
শ্রীমদ্ভাগবত গীতা ২৪নং শ্লোক
....
তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্যাকার্যব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম কর্তুমিহার্হসি।।২৪
অর্থাৎ অতএব কর্তব্য-অকর্তব্য নির্ধারণে শাস্ত্রই তোমার প্রমাণ, সুতারাং তুমি শাস্ত্রোক্ত ব্যবস্থা জানিয়া যথাযথ কর্ম করিতে প্রবৃত্ত হও।
তাই যাহারা বলেন আমাদের শাস্ত্রের দরকার নেই, আসলে ধর্ম নিজের খেয়াল খুশি মত করে চলার বিষয় নয়। শাস্ত্র অনুযায়ী বিধিনিষেধ মেনে চলা উচিত